গঠনতন্ত্র

(জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত)

বাংলাদেশ
খো-খো
ফেডারেশন

কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ খো-খো ফেডারেশন

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিটি

বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন

২২৯, মাওলানা ভাসানী জাতীয় হকি ষ্টেডিয়াম

ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন

২২৯,মাওলানা ভাসানী জাতীয় হকি ষ্টেডিয়াম (দোতালা)

ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র।

সূচীপত্রঃ

ধারা-১	ঃ	শিরোনাম ও পরিচিতি।
ধারা-২	ঃ	সংজ্ঞা।
ধারা-৩	ঃ	প্রধান কার্যালয়।
ধারা-৪	ঃ	কার্যক্রমের আওতা।
ধারা-৫	ঃ	উদ্দেশ্য।
ধারা-৬	ঃ	এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ ।
ধারা-৭	ঃ	সাধারণ পরিষদ।
ধারা-৮	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।
ধারা-৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা।
ধারা-১০	ঃ	নির্বাহী কমিটি।
ধারা-১১	ঃ	নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব।
ধারা-১২	ঃ	সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির মেয়াদ।
ধারা-১৩	ঃ	কার্য বৎসর।
ধারা-১৪	ঃ	অর্থ বৎসর।
ধারা-১৫	ঃ	নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা।
ধারা-১৬	ঃ	বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন।
ধারা-১৭	ঃ	সভার বিজ্ঞপ্তি।
ধারা-১৮	ঃ	সভার কোরাম।
ধারা-১৯	ঃ	ফেডারেশনের তহবিল।
ধারা-২০	ঃ	নির্বাচন।
ধারা-২১	ঃ	প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি।
ধারা-২২	ঃ	বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ।
ধারা-২৩	ঃ	গঠনতন্ত্র সংশোধনী।
ধারা-২৪	ঃ	গঠনতন্ত্র , বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যা।

কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদে। খো-খো ফেডারেশন

ধারা-৫ ঃ উদ্দেশ্যঃ

৫.১ বাংলাদেশে খো খো খেলার প্রসার, মানোন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশে খো খো খেলার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

৫.২ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খো খো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.৩ খো খো খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক, মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৪ দেশে উন্নতমানের খো খো খেলা, প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক মানের রেফারী তৈরীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.৫ খো খো খেলাকে জনপ্রিয় করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন মাত্রা ও অধিক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার প্রচেষ্টা।

৫.৬ খো খো খেলাকে সার্বজনীন খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে স্কুলসহ মাঠ পর্যায়ে সব প্রতিষ্ঠানে খো খো খেলার প্রচলন করিয়া তাহাদের এফিলিয়েশন রাখা। আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব খো খো সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা।

৫.৭ পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে খো খো খেলার বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

৫.৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (বি ও এ) এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

ধারা-৬ ঃ এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ ঃ

৬.১ নিম্নোক্ত সংগঠন/ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড থাকিবেঃ

(ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(গ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া বোর্ড

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ

(চ) বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ছ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(জ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়

(ঝ) আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা জাতীয় ক্রীড়া পরিচালনা পরিষদ

(ঞ) বিকেএসপি (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

(ট) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ক্রীড়া বোর্ড

(ঠ) ব্যাংক/শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য দল

(ড) জেলা ক্রীড়া সংস্থা (একজন প্রতিনিধি)

(ঢ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা (একজন প্রতিনিধি)

কাজী রাশীদ উদ্দীন আহমেদ চপল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ খো-খো ফেডারেশন

৬.২ ৬.১ এ উল্লেখিত সংস্থা সমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে ফেডারেশনে এফিলিয়েটেড থাকিতে পারিবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় এফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ পূর্বক এফিলিয়েশন নবায়ন করা যাইবে।

ধারা-৭ সাধারণ পরিষদ ঃ

৭.১ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। এই পরিষদ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হইবে।

৭.২ ৬ ধারায় উল্লেখিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী চার বছরের মধ্যে ন্যূনতম দুইবার জাতীয় খো খো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিলে সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে। অনিবার্য কোন কারণে দুইটি জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে সর্বশেষ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৭.৩ ইহা ছাড়াও বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন পরিচালিত মহানগরী খো খো লীগসমূহ হইতে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন ঃ

(ক) সকল প্রিমিয়ার লীগের ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি (৬ নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহণকারী সংস্থার কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করিলে বা না থাকিলে)

(খ) সকল প্রথম বিভাগ দলের ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি (৬ নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহনকারী সংস্থা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করিলে বা না থাকিলে)

(গ) দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ৪ (চার) টি দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি (৬ নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহণকারী সংস্থার কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করিলে বা না থাকিলে)

(ঘ) মহিলা খো খো লীগে অংশগ্রহণকারী প্রথম চারটি দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি (৬ নং ধারায় বর্ণিত অংশগ্রহণকারী সংস্থার কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করিলে বা না থাকিলে)

৭.৪ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে দুইজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৫ প্রাক্তন খো খো খেলোয়াড়, সংগঠক, স্পন্সর খো খো খেলার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, এফিলিয়েটেড সংগঠন পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৭.৬ এশিয়া এবং বিশ্ব খো খো ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তাঁর কার্যকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৭.৭ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

ধারা-৮ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

৮:১ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সংশোধন।

৮.২ নির্বাহী কমিটি নির্বাচন।

৮.৩ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ ও অডিট রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন।

৮.৪ ফেডারেশনের বাজেট অনুমোদন।
৮.৫ ফেডারেশনের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী অনুমোদন।
৮.৬ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও প্রদান।
৮.৭ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

ধারা-৯ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের সভা পরিষদের সময়কালে অন্ততপক্ষে দুইটি অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৯:১ নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ঠ বিভাগ, জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯: ২ সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচী ঃ

ক) সংবিধান বিষয়ক আলোচনা।
খ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)।
গ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।
ঘ) অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
ঙ) অডিটর নিয়োগ।
চ) বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।
ছ) প্রয়োজনীয় যেকোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)

৯: ৩ আলোচ্যসূচীর যেকোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

ধারা-১০ নির্বাহী কমিটি ঃ

১০.১ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের নিম্নোক্ত নির্বাহী কমিটি থাকিবে ঃ

সভাপতি	ঃ	১ জন
সহ-সভাপতি	ঃ	৫ জন
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
সদস্য	ঃ	২১ জন (১ জন মনোনীত)
	মোটঃ	৩১ জন

১০.২ নির্বাহী কমিটির সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং একজন সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অবশিষ্ট সকল সদস্য নিবার্চিত হইবেন। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদে নির্বাচন করিতে পারিবে।

১০.৩ নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার অর্পন না করিলে ১৬তম দিন হইতে নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা-১১ ঃ নির্বাহী কমিটির দায়িত্বঃ-

ক) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হইবে।

খ) ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

গ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ঘ) এফিলিয়েটেড সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলাভংগের ক্ষেত্রে বিধান করিবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরষ্কার প্রদান করিবে।

ঙ) ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করিবে।

চ) কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করিবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য সেই প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিবেন।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে নির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করা যাইবে।

ঝ) নির্বাহী কমিটির (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতিস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া পদ শূন্য হইলে সভাপতি নির্বাহী কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত পদ পূরণ করতে পারিবেন।

ঞ) সাধারণ পরিষদ কিংবা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতিবর্হিভূত কাজের জন্য নির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিবে।পূর্ব অবহিতকরণ (লিখিত) ব্যতিত কোন সদস্য পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ আপনা আপনি বাতিল হইবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় উহা অবহিত করিতে হইবে।

ধারা-১২ ঃ সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদঃ

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর। (দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে মেয়াদ কার্যকর হইবে)

ধারা-১৩ ঃ কার্য বৎসরঃ

১৩.১ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের কার্যকাল ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন।

১৩.২ এই কার্যবৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াপঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম সীমিত রাখিতে হইবে।

ধারা-১৪ ঃ অর্থ বৎসরঃ

অর্থ বৎসর ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত।

ধারা-১৫ঃ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতাঃ

১৫.১ (ক) সভাপতিঃ

(১) তিনি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) ফেডারেশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) তিনি সহ-সভাপতির কার্যাবলী বন্টন করিবেন।

১৫.২ সহ-সভাপতিঃ

(১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যেকোন সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সভাপতি কিংবা নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৩) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

১৫.৩ সাধারণ সম্পাদকঃ

(ক) তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি ফেডারেশনের কল্যাণকর কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয় নথিভূক্ত করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(গ) তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করিবেন।

(ঘ) তিনি ফেডারেশন কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(ঙ) তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সংগে যুগ্ম দস্তখতে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(চ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ইমপ্রেষ্টমানি হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করিবেন।

(ছ) তিনি বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ জারী করিবেন এবং পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

(জ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ভালভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকিবেন।

(ঝ) তিনি যুগ্ম-সম্পাদকদের দায়িত্ব বন্টন করিবেন।

১৫.৪ঃ যুগ্ম-সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক-১, তাহার অনুমোদিত কার্যাবলী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। যুগ্ম সম্পাদক-২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫.৫ঃ কোষাধ্যক্ষ

ক) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করিবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

খ) অডিটর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

গ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম যুগ্ম-স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) কমিটি সমূহের কার্য সম্পাদনে অর্থের সংযোগ থাকিলে পদাধিকারবলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

ধারা-১৬ ঃ বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠনঃ

নির্বাহী কমিটি বিভিন্ন খেলা, প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন পূর্বক তাহাদের কার্য পরিধি সহ বিস্তারিত বিধানাবলী অনুমোদন করিয়া দিবেন।

কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ খো-খো ফেডারেশন

ধারা-১৭ ঃ সভার বিজ্ঞপ্তিঃ

১) সভার অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

২) নির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে।

৩) সুনির্দিষ্টভাবে কম পক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

৪) সকল কমিটি ও উপ-কমিটির ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া জরুরী সভা করিতে পারিবে।

৫) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

৬) কোন সভা মুলতবি হইলে উহা পুনঃ অনুষ্ঠায়নের জন্য কোন সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

৭) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের আলোকে ফেডারেশন সভাপতি যে কোন সময় নূন্যপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৮) সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-১৮ ঃ সভার কোরামঃ

১) সাধারণ পরিষদের নির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের ''কোরাম'' বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২) বর্ধিত সভা এবং মূলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৩) যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-১৯ ঃ ফেডারেশনের তহবিলঃ

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হইতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান এবং টিকেট বা বিজ্ঞাপন হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা, লীগের এ্যাফিলিয়েশন/যে কোন প্রতিযোগিতা হইতে প্রাপ্ত অর্থ হইবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস।

খ) ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন সরকারী / বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুই জনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ঘ) ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করতে পারিবে।

ধারা-২০ নির্বাচনঃ

২০.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বিধিমালা প্রনয়ণ, সিডিউল ঘোষণাকরণ সহ নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

২০:২ নির্বাচনের ফলাফল, প্রার্থীর প্রাপ্তভোটের ক্রমানুসারে সহ-সভাপতি ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ যুগ্ম-সম্পাদক ১ ও ২ এবং সদস্যদের ক্ষেত্রে ভোট প্রাপ্তির সংখ্যাধিক্যের ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণ হইবে।

কাজী রাশীদ উদ্দীন আহমেদ চপল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ [illegible] ফেডারেশন

২০:৩ নির্বাচনের ২১ (একুশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য প্রদান করিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

২০.৪ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন কোন কারণে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

ধারা-২১ ঃ প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধিঃ

ক) ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

খ) ফেডারেশন এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা কোন উন্মুক্ত বা আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং তাহা ফেডারেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে

ধারা-২২ঃ বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণঃ

ক) ফেডারেশন এফিলিয়েটেড কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচেষ্ঠায় বিদেশে খো খো দল প্রেরন করার পূর্বে ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহন করিতে হইবে।

খ) বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা, নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাইতে আগ্রহী হইলে পূর্বেই ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা-২৩ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

১) বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বিষয়টি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন। নির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার অন্ততপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যদের কাছে প্রেরন নিশ্চিত করিবেন।

২) কোন ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা সত্বেও সাধারণ সম্পাদক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য স্বাক্ষর সহকারে সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভার ৩০ দিন পূর্বে জারী করা যাইবে।

৩) সাধারণ পরিষদের সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে সংশোধনা প্রস্তাব পাশ হইবে।

ধারা-২৪ গঠনতন্ত্র, বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যাঃ

২৪.১ বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদ কিংবা বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যা দান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি থাকিবে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তে কেউ ক্ষুব্দ হইলে নির্বাহী কমিটির কাছে আপিল করিতে পারিবে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদে আপত্তি উথাপন করা যাইবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪.২ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা উপ-ধারা বিধি, উপ-বিধির বিরুদ্ধে কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য, গঠনতন্ত্রের ধারা উপধারা বিধি, উপ-বিধির অথবা তৎ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে মধ্যস্থকারী হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান করা যাইতে পারে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-